সূত্রধর মাহাতো ও একটি উন্নয়নের সূত্র

- শংকর বসু

সূত্রধর মাহাতো উন্নয়নশীল দেশের কোণ ঘেঁষে থাকে
হাতের মুঠোয় তার বনপাহাড়ের গল্প দখল
উন্নয়নের সব সূত্রের লাটাই হাতে
নষ্টচন্দ্রের দলবল।

সুন্দরবন সেদিন বিক্রি হল সাপসদাগরের হাতে
পূর্ণিমার রাতে ঝিমন্ত চাঁদের আলোয়
আস্তানা হারালো কালো-হলুদ ডোরা আর
সূত্রধরের পূর্বপুরুষনারীরা
সঙ্গীসাথী ডানাওলা ঝট্‌পটে অথবা
নিছকই ডোডোপাখির মতো।

শালের জঙ্গলে তখন ঠিকাদারের আস্তানা
চোরাই কাঠ রাতে ডানা মেলে ওড়ে
পাথুরে খাদানের জমা জলে
সূত্রধর দেখে সেই উড্ডীন জঙ্গল, লালমাটি
টিলার ধারে পড়ে থাকা ছেঁড়া শাড়ীর আঁচল
নিম্‌কি সিম্‌কিদের অপুষ্ট দেহের বেসাতি শেষ অল্প দামে।

সাদা কুর্তার আড়ালে লুকোনো হাতের জাদুতে পাহাড়-জঙ্গলের
নক্সা লোপাট, দুধ-সাদা গাড়ীর আনাগোনা
নরম প্রেমের ছায়াছবির আউটডোর
ডাঞ্চিবাবুর দল, প্রাতঃভ্রমণ আর টাকা ওড়ার পত পত
সূত্রধরেরা কান পেতে শোনে; বেলপাহাড়ীর ধিক্কা মুর্মু
কবে শেষ ভাত খেয়েছিল সেকথা আজ ইতিহাস।

সাদা মানুষের হাতে ঢল নামে গুলি-বারুদের স্তুপ
সূত্রধরের সংশয় পিছলে পড়ে অন্ধকার উন্নয়নের সিঁড়িতে
বেলপাহাড়ী, সারঙ্গার মাটী নিজেদেরই রক্তবীজে আঁধারশিলা
ঝাপ্‌শা হয়ে যায় রঙ্গীন জীবন হে সূত্রধর, কে জাগে ?
যারা রইল বাকী, মরল দলছুট জন্তুর মতো
পাহাড়-জঙ্গলের রুক্ষ মাটীতে মাথাচাড়া দেয়
উন্নয়নের চারাগাছ
সূত্রধরের চালাঘর ফুঁড়ে
আরো অনেক উঁচু সাদা মেঘের দিকে ।।